অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন

অনুবাদ শর্মিষ্ঠা নাথ

ভূমিকা

এটা লেখার সময়ে, ইরাকের পরিস্থিতি খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলছে। ইরাকি শাসনযন্ত্র এবং সরকারি সংস্থাগুলি ধবসে পড়েছে, ব্যাপক লুঠপাট ও হিংসা চলছে এবং কোনও কোনও জায়গায় জোর করে মানুষকে স্থানচ্যুত করায় তাদের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের শক্তি এখনও শৃঙ্খলা পুনদ্ধার করতে পারেনি এবং যে সব জায়গায় তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানেও মানবিক সাহায্যের আশ্বাস দিতে পারেনি। এইসব অব্যবহিত প্রয়োজন ছাড়াও কতদিন আমেরিকা ও ব্রিটেনের সামরিক বাহিনী এখানে থাকবে তা বলা অসম্ভব এবং একটি কার্যকরী ইরাকি ক্ষণস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও অস্পষ্ট।

আপাতদৃষ্টিতে ছবিটা এরকম হলেও, বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু /আইনি শূন্যতা* নয়। আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী দখলকারি শক্তি হিসাবে আমেরিকা ও ব্রিটেনের পরিষ্কার দায়িত্ব আছে ইরাকি জনগণকে রক্ষা করবার। এই দায়িত্বগুলি আসছে মূলত দুটি আইন থেকে — এক, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (International humanitarian law), যেখানে যুদ্ধরত দলের এলাকা দখলের নিয়মকানুনে বলা আছে এবং দুই, মানবিক অধিকার সংক্রান্ত আইন, যেটি বিদেশি এলাকা দখলকারি দেশের উপর কিছু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। যতদিন আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাকের উপর সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখবে ততদিন তাদের এই দায়িত্ব পূরণ করতে হবে।

সংজ্ঞানুসারে, অবশ্য দখলকারি দেশের এই কর্তৃত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং দখলীকৃত জনগণকে যুদ্ধকালীন জরি অবস্থায় সুরক্ষা ও সাহায্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাকের আইনি ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন আনতে বা মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্যে ইরাকের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার কোনও চরম সংস্কার করতে পারেনা। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত অস্থায়ী শাসনযন্ত্র বা একটি নতুন ইরাকি সরকারেরই আন্তর্জাতিক আইনে এই অধিকার রয়েছে।

এই মুহূর্তে, কিভাবে ইরাকে অস্থায়ী বা স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে তা অস্পষ্ট। রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকা নিয়ে মতান্তর আছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মনে করে যে কোনও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত মানবিক অধিকারের পূর্ণ সুরক্ষা। মানবিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা ছাড়াও এই ব্যাপারে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জকে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা নিতে হবে।

প্রথমত, রাষ্ট্রপুঞ্জকে সমস্ত ইরাক জুড়ে মানবিক অধিকার উপদেষ্টা বা মনিটর নিযুক্ত করতে হবে (Amnesty International : Iraq : The need to deploy human rights monitors MPE 14/012/03, March 03)

দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করতে হবে যারা ইরাকি নাগরিক সমাজের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নেবে কিভাবে ইরাকে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করে অতীত ও সাম্প্রতিক মানবিক অধিকার লঙঘনের প্রতিকার করা যায় (A. I : Iraq : Ensuring Justice for human rights abuses, MPE 14/080/2003, April 2003)।

দখলকারি শক্তি হিসাবে আমেরিকা ও ব্রিটেন কিভাবে ইরাকি জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে তার ওপর (Amnesty International) জোর দেয়। এই প্রবন্ধটিতে আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থার রূপরেখা বর্ণনা করে বিস্তৃতভাবে ইরাকিদের রক্ষা করার জন্য যে দায়িত্বগুলি সর্বাধিক প্রয়োজন তা বর্ণনা করা হয়েছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনকে বিশেষ বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ইরাকে শত্রুদলগুলির সামনে প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ হল আইনের প্রতি সম্মান রক্ষা করা। বৃহত্তর ঝুঁকিটি হল শৃঙ্খলা উদ্ধার করা ও যেকোনও অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ যাতে ইরাকিদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে তা দেখা। অবশ্য সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে সামনে, দ্বন্দ্ব পরবর্তী যুগে মানবিক অধিকার বজায় রেখে পুনর্গঠন করা। এই ব্যাপারে, অতীতে আইন লঙঘনের শাস্তি থেকে অব্যাহতি, সুষম ও দক্ষ বিচারব্যবস্থা গড়া, ধর্ম, লিঙ্গ ও জাতি নির্বিশেষে মানবিক অধিকারকে শ্রদ্ধা ও ইরাকিরা নিজেরা যাতে এই প্রচেষ্টা চালাতে পারে তার উপর জোর দেওয়াই হবে প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক বিচার কাঠামো

বছরের পর বছর ধরে, আন্তর্জাতিক আইন যে কাঠামো গড়ে তুলেছে সেখানে দখলকারি শক্তিকে অধিকৃত এলাকা শাসনের কর্তৃত্ব দেওয়া ছাড়াও সেখানকার জনগণের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল, অধিকৃত এলাকায় যতদূর সম্ভব 'স্বাভাবিক' জীবন সুনিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক আইন যুধ্যমান দেশের দখলের যথার্থতার প্রশ্নটি আলোচনা করেনা। কেবল একটি কারণেই আইনগুলি কোনও দখলকারি শক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয় তা হল এরা যে কোনও কারণেই হোক না কেন বিদেশি এলাকা দখল করে আছে। একটি প্রদেয় পরিস্থিতিতে এই ধরনের আইনের প্রযোজ্যতা স্বীকার করা সেই অঞ্চলের আইনি মর্যাদার উপর কোনও রায় বা judgement áêò ßËõþò±¼

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধরত দেশের দখলের নিয়মের ধারাগুলো পাওয়া যায়। এগুলি 'যুদ্ধের আইন' বা সশস্ত্র সংঘর্ষের আইন নামে পরিচিত। এরা একই সাথে দখলকারি দেশের সামরিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারও দেখে, আবার অধিকৃত দেশের জনগণের অধিকারের প্রতিও লক্ষ্য রাখে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুধ্যমান দেশের দায়িত্বের উৎপত্তি হল এক, হেগ কনভেনশন বা চুক্তি (4) স্থলভূমির যুদ্ধের আইন ও প্রথা রক্ষা সংক্রান্ত আইন ও তার সঙ্গে

সংযুক্ত নিয়মাবলী।

১২ই আগস্ট, ১৯৪৯-এর চতুর্থ জেনেভা চুক্তি (যুদ্ধের সময় নাগরিকদের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি)। জেনেভা চুক্তির অতিরিক্ত ১৯৭৭-এর ৭৫ নম্বর ধারা (যুদ্ধের শিকারদের রক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি)

›¶ï±áî Õ±™LæÇ±¿îß Õ±ý×Ëòõþ ¿òûþ÷±õùÏ

প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ দখলের আইনই চারিত্রিক দিক থেকে প্রথাগত আইন এবং সর্বজনীন ভাবে প্রযোজ্য। কেউ একে খর্ব করতে পারেনা। চতুর্থ জেনেভা চুক্তির ২৭ নং ধারা, যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের একটি মূল ধারা, তা দখলীকৃত মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্বকে তুলে ধরে সমস্তরকম পরিস্থিতিতে অধিকৃত মানুষেরা তাদের নিজেদের সম্মান, পারিবারিক অধিকার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের অধিকার, ব্যবহার ও প্রথা রক্ষা করতে পারবে। সবসময়ই তারা মানবিক ব্যবহার পাবে এবং যে-কোনও হিংসা, ভীতিপ্রদর্শন, অপমান ও সাধারণ কৌতূহল থেকে রক্ষা পাবে।

মহিলারা ধর্ষণ, বলপূর্বক পতিতাবৃত্তি গ্রহণ বা কোনও অভব্য নির্যাতনের বিদ্ধে তাঁদের সম্মান রক্ষা করতে পারবেন।

বয়স, লিঙ্গ ও স্বাস্থ্যের প্রতি কোনও সংস্কার ব্যতীতই সমস্ত অধিকৃত মানুষেরা দখলদারদের দ্বারা জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে একই ব্যবহার পাবে।

অবশ্য দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণকারী দল অধিকৃত মানুষের প্রতি 'যুদ্ধের' ফলে যেরকম প্রয়োজন সেরকম নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারে।

আন্তর্জাতিক রেডক্রশ কমিশন চতুর্থ জেনেভা চুক্তির যে টীকা প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে এই ধারাটি /মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ব্যক্তি মানুষ ও মহিলাকে অধিকারের অলঙঘনীয়তার কথা ঘোষণা করে।* এতে আরও বলা হয়েছে যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাকে ব্যাপকার্থে বুঝতে হবে এটা ব্যক্তির সমস্ত অধিকারকেই বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার কারণে এবং তার মানসিক ও শারীরিক শক্তিবিকাশের জন্য যে সব অধিকার ও গুণাবলীর দাবিদার তাকে বুঝতে হবে। বিশেষ করে এর অন্তর্ভূক্ত হল। দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক একতা — যা মানুষের অন্যতম প্রয়োজনীয় অধিকার।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক আইনের ধারাগুলি জাতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক পুস্তকে নির্দেশ হিসাবে অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে (১৯৫৮ সালের 'The law of war on land', 'The law of land warfare' – FM 27-10, Dept of the Army Field Mannual, 1956—.

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনানুযায়ী, দখলদারি দেশ মানবিক অধিকার চুক্তি, যার একপক্ষ বিজিত দেশ (বিশেষত ইরাকের ব্যাপারে), তা মেনে চলতে বাধ্য। এই সব চুক্তিগুলি অধিকৃত দেশের আইনকানুনের অংশ। মাত্রাধিক অধিকার কমিটি, যা ১৯৬৬-র 'International Covenant on civil & Political Rights' (ICCRR)-কে দেখাশুনা করে সেও ১৯৯৭ সালে পুনরায় বলেছে যে /চুক্তিতে উল্লিখিত অধিকারগুলো 'State Party'-র এলাকায় যারা থাকে তাদের অধিকার*।

তদুপরি মানবিক অধিকার সমিতি এবং অন্যান্য সংগঠন যা এই চুক্তির অন্তর্গত দেশগুলোর মানবিক অধিকারের বিষয়টি দেখাশুনা করে, তারা পুনরায় সমর্থন করে বারবার জোর দিয়েছে যে, এই দায়িত্ব যে কোনও এলাকায় যেখানে একটি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করেছে, এমনকি একটি এলাকা, যা যুদ্ধের ফলে হস্তগত হয়েছে সেখানেও প্রসারিত হবে। সেইজন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ছাড়াও ইরাক শাসন করতে গিয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনকে তাদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে।

'আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার' আইন 'আন্তর্জাতিক মানবিক' আইনের পরিপূরক। যেমন এটা বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যার উপাদান ও মানদণ্ড ঠিক করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রতিরোধ (combat) পরিস্থিতির বাইরের বিশৃংখলাকে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য শক্তির ব্যবহার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন বিনা অপরাধে বন্দী থাকা মানুষের প্রতি 'আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার' আইন বৃহত্তর সুরক্ষাকবচ প্রদান করে, যা 'মানবিক আইন' দেয়না। এর ফলে আন্তর্জাতিক দায়িত্বে একটি রক্ষা কাঠামো তৈরি হয়।

পরদেশ দখলদারির চরিত্র লক্ষণ

হেগ নিয়মাবলীর ৪২ নম্বর ধারাতে দখলের সংজ্ঞা রয়েছে। /একটি এলাকা দখলীকৃত হয় যখন তা বাস্তবিকভাবেই শত্রুপক্ষের সেনার কর্তৃত্বে আসে। এই দখল কেবলমাত্র সেই অঞ্চলে বিস্তৃত যেখানে এই ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যা কার্যকর করা যায়।*

আমেরিকার ম্যানুয়াল FM-27-10 (351 নং অনুচ্ছেদ) এই সংজ্ঞাই মেনে নেয়। ব্রিটেনও একই পথ নেয় এবং ঘোষণা করে যে আক্রমণকারী শক্তিগুলি দখলীকৃত দেশ বা অন্যতর সরকারের বদলে শাসন চালাবে।

দখলীকৃত অঞ্চলের ওপর আইনের প্রযোজ্যতার সিদ্ধান্তটি কতকগুলি ঘটনা থেকে অনুসৃত বিদেশি সামরিক বাহিনীর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ সরকারের বাস্তব অনুপস্থিতি। যদি এই দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটে তবে দখলীকৃত অঞ্চলের ওপর আইন কার্যকর হয়। যদি সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা নাও হয়, তাদের এই অবস্থায় উপস্থিতির কারণেই এই আইন কার্যকর করার পরিস্থিতি দেখা যায়। যতদিন না জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দখলদার বাহিনী তার দায়িত্ব এড়াতে পারেনা।

যে মুহূর্তে বিদেশি শক্তি অন্য অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে সে মুহূর্তে আন্তর্জাতিক আইনি শাসন ঐ সরকার মানুষের ওপর চাপানো হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি সে দেশের লোক নিয়েই বিদেশি শক্তি কাজ চালাতে থাকে তবে আইন বর্তাবে কি না। উত্তর সদর্থক, যতদিন দখলদারি শক্তি উপস্থিত থাকবে ও স্থানীয় শাসনের উপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ খাটাবে, ততদিনই তা চলবে।

দখলদারি শক্তির দায়িত্ব বলতে স্থানীয় শাসনের সমস্ত কাজকর্মের দায়িত্ব বোঝায় না। কিন্তু যদি সেটা শাসন কাঠামোর সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতি না থাকে (যেমন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে) তবে দখলকারি শক্তির প্রতিকারের দায়িত্ব থেকে যায়। স্থানীয় শাসন আছে বলে মৌলিক দায়িত্বকে তারা এড়াতে পারেনা।

চতুর্থ জেনেভা চুক্তির (৪নং ধারা) ভাষায় অধিকৃত দেশের নাগরিকেরা যারা ''নিজেদের দ্বন্দ্বকারি শক্তির অধীনে দেখতে পাচ্ছে বা এমন কোনও দখলকারি দেশের অধীনে দেখছে যারা অন্য জাতির লোক* তারাই হল 'সংরক্ষিত মানুষ', যাদের অধিকার চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদের অধিকার অলঙঘণীয় ও অপরিত্যাজ্য (৮নং ধারা)। ত্যাগ করলে তা সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কক বা দখলকারি দেশের দ্বারা বাধ্য হয়েই কক।

আন্তর্জাতিক আইনের কেন্দ্রীয় ধারণা হল যে দখলকারি দেশের অধিকার অস্থায়ী। তারা কিছুদিনের জন্য অধিবাসীদের দেখভাল ও সুরক্ষা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। হেগ নিয়মাবলীর 43 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে /আইনগত কর্তৃত্ব দখলকারি দেশের হাতে চলে যাওয়ায়, শেষের জনের উচিত অধিকৃত দেশের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা উদ্ধার করা ও নিশ্চিত করা এবং যতদূর সম্ভব ঐ দেশের আইন মেনে চলা।*

অনুপস্থিত জাতীয় সরকারের তদারকি সরকার হিসাবে দখলকারি শক্তিকে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। এটা একটি অস্থায়ী

পৌর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রচলিত কাঠামো পরিবর্তনের কোনও হক্ এদের নেই। যেমন, তারা ফৌজদারি আইনের চরম সংস্কার করতে পারেন া। যদিও ইরাকের এই আইনের আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকারের আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার দরকার আছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রাষ্ট্রপুঞ্জকে বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে শীঘ্রই ইরাকিদের সঙ্গে কথা বলে সংস্কারের কর্মসূচি নিতে বলেছে। এই সব পরিকল্পনা বা কর্মসূচিকে হয় নতুন ইরাকি সরকার বা রাষ্ট্রপুঞ্জে র অস্থায়ী সরকার রূপায়িত করবে।

যদি কতকগুলি বিভিন্ন দখলকারি দেশ দেশের বিভিন্ন স্থান শাসন করে (যেমন ১৯৪৫-এর পর জার্মানি), তবে সেইসব এলাকার দায় তাদের ওপর বর্ত ায়। অবশ্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের একটি মূল দায়িত্ব (জেনেভা চুক্তির ১নং ধারা) হল শুধু মেনে চলা নয় /বর্তমান চুক্তির প্রতি সর্ব ক্ষেত্রে সম্মান সুনিশ্চিত করা*। এর ভিত্তিতে যারা জেনেভা চুক্তির অংশীদার, যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ তারা একজন আরেকজনের প্রতি এমন ব্যবস্থা নেবে যাতে আন্তর্জা তিক মানবিক অধিকার লঙিঘত না হয়। তারা আরও দেখবে যাতে তাদের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও সশস্ত্র দল পুরোপুরি আইন মেনে চলে।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের দখলকারি শক্তি হিসাবে দায়িত্ব

হেগ নিয়মাবলীর ৪৩নং ধারানুসারে আইনশৃঙ্খলা উদ্ধার করা ও তা রক্ষা করা দখলকারি শক্তির দায়িত্ব।

এই কাজ করার জন্য, দখলকারি শক্তিকে /যুদ্ধের ফলে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এমন নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে (২৭ নং ধারা — জেনেভা চুক্তি)। এর জন্য শক্তির ব্যবহার করার দরকার হতে পারে। অবশ্য প্রতিরোধ ক্ষমতার বাইরে কোনও শক্তির ব্যবহার (ক) আন্তর্জাতিক আইন (খ) ১৯৭৯-র রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যবহার বিধি ও (গ) ১৯৯০-র রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যবহার-বিধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে*।

ব্যবহার বিধির ৩ নম্বর ধারাতে প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণের নীতির প্রতিফলন রয়েছে। আইন বলবৎকারী অফিসারেরা শক্তির ব্যবহার সেইটুকুই করতে পারে কেবল যা খুব প্রয়োজন। যেমন টীকায় বলা হয়েছে চূড়ান্ত ক্ষেত্রেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৌলিক নীতি অনুযায়ী আইন বলবৎকারী অফিসারেরা আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাণনাশক ব্যবহার করতে পারে, যদি /তারা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বা হিংস্র জোটের মুখোমুখি হয়, নিজেকে রক্ষা করতে চায়, নিদাণ অপরাধকে প্রতিরোধ করতে চায়, কোনও ব্যক্তি যে বিপদ ঘটাচ্ছে ও কর্তৃপক্ষকে বাধা দিচ্ছে তার পালানো এড়াতে চায় এবং যখন অন্যভাবে এই অবস্থার প্রতিকার করা যায়না তখনই।*

সংগ্রামশীল/প্রতিরোধ/combat বাহিনীর সাধারণত পুলিশি কাজকর্ম চালাবার মতো শিক্ষা বা সরঞ্জাম নেই এবং সেটা তারা করবে এমনটাও ভাবা উচিত নয়। অবশ্য সামরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে দখলকারি দেশ পরিকল্পনা মাফিকই আইনশৃংখলা ভঙ্গ করে। ইরাকের ক্ষেত্রে এটা পূর্বাহ্নেই ঘোষিত হয়েছিল। বহু পরিকল্পনা ও সম্পদ নিয়োজিত হয়েছিল ইরাকি তৈলক্ষেত্রগুলি উদ্ধারের জন্য। অবশ্য জনগণের নিরপেক্ষ ও প্রাণধারণের প্রতিষ্ঠানগুলি উদ্ধারে একই মাপের পরিকল্পনা ও সম্পদ বন্টিত হয়নি। বিশৃংখলার প্রতিক্রিয়া দুঃখজনকভাবে অপর্যাপ্ত।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা ও ব্রিটেনকে আবেদন করেছে যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী নিয়োগ করে আইন-শৃঙ্খলা উদ্ধার করতে, যতদিন না ইরাকি পুলিশ দক্ষভাবে কাজ করতে শু করে। ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে ইরাকি পুলিশের মধ্যে যারা মানবিক অধিকার লঙঘন করেছে তারা যেন আর না ফিরে আসে। পুলিশি কার্যকলাপ তদারক করার সময় আমেরিকা ও ব্রিটেনকে আশ্বাস দিতে হবে যাতে বাক্স্বাধীনতা ও সঙঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা যথেচ্ছভাবে কেড়ে না নেওয়া হয়।

২. খাদ্য, চিকিৎসা ও ত্রাণ

দখলকারি শক্তির দায়িত্ব রয়েছে ঐ অঞ্চলে খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের। জেনেভা চুক্তির ৫৫ নং ধারা অনুযায়ী /জনগণকে যতদূর সম্ভব পরিপূর্ণভাবে খাদ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে এবং যদি তা অপ্রতুল হয় তবে বাইরে থেকে নিয়েও আসতে হবে।*

চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যাপারে, ৫৬ নং ধারা বলে যে, দখলকারি শক্তির /দায়িত্ব হল স্থানীয় ও জাতীয় প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে চিকিৎসা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিষেবা দেওয়া, জনগণের স্বাস্থ্যের নজর রাখা, রোগ নিবারক ব্যবস্থা সরবরাহ করা যাতে সংক্রামক ব্যধি ও মহামারী ছড়াতে না পারে। সমস্ত রকমের স্ব াস্থ্যকর্মীকে তাদের দায়িত্ব পালনের অনুমতি দিতে হবে।*

৫৯ নং ধারা অনুযায়ী, /যদি সমস্ত জনগণের কিছু অংশ ঠিকঠাক ত্রাণ না পায় তবে দখলদার দেশগুলোকে একমত হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।* সরবরাহ বজায় রাখার এই কর্মসূচি রাষ্ট্র নিতে পারে বা কোনও নিরপেক্ষ মানবিক সংগঠন যেমন ICRC নিতে পারে এবং /এতে থাকবে খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ*। এগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত চেষ্টা নিতে হবে। অবশ্য ত্রাণের ব্যবস্থাই দখলকারি দেশকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় না (৬০ নং ধারা)।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা ও ব্রিটেনকে আবেদন করেছে হস্তক্ষেপ করে হাসপাতালের কাজ সুরক্ষিত করতে খাদ্য ও জল সরবর াহ ঠিকঠাক রাখতে। যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য আঞ্চবিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন ICRC, Iraqi Red crescent Society, International Red Cross ও Redcresent Movement যারা এই কাজগুলো করে তাদের পথ মসৃণ ও সুগম্য করার জন্য সমস্ত চেষ্টা নিতে হবে।

৩. আইনি ব্যবস্থা পরিবর্তন আনয়নের নিয়ন্ত্রিত সুযোগ

দখলকারি দেশের অস্থায়ী চরিত্রের সাথে খাপ খাইয়ে জেনেভা চুক্তির ৬৪ নং ধারাতে বলা হয়েছে যে, /অধিকৃত দেশের আইনি ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে শুধু এই ব্যতিক্রম ছাড়া যে বর্তমান চুক্তি প্রয়োগ করতে কোনও বাধা তারা দিলে বা ভীতিপ্রদর্শন করলে ঐ দেশের আইন কিছুদিনের জন্য মুলতুবি করা হবে।

এই আইনের টীকায় (পৃ-৩৩৫-৩৩৬) বলা হয়েছে যে, দখলের আইনের একটি মূল নীতি হল অধিকৃত দেশের / আইনি ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার ধ ারণা, যা সমস্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ। /অতীত দ্বন্দ্বে এই আইনগুলি ঠিকঠাক রাখা হয়নি এবং কোনভাবেই দেখানো যায়না যে দখলকা রি দেশ পেরি আইন বা সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য নয় অধিকৃত দেশের।

প্রচলিত আইন মেনে চলার কেবল দুটি ব্যতিক্রম আছে। প্রথমটি দখলকারি দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেটা ICRC-র টীকায় ব্যাখ্যা করা আছে /সেইসব ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে যা দিয়ে জনগণ শত্রুকে প্রতিহত করতে পারে।* দ্বিতীয়টি হল /জনগণের স্বার্থে বিভেদকামী আইনকে উন্মূলিত করা যায়*। শুধু নিজেদের দেশের আইনের সাথে মেলানোর জন্য আইন দখলকারি দেশ উচ্ছেদ বা মুলতুবি করতে পারে না।

চতুর্থ জেনেভা চুক্তির ৬৮নং ধারাতে নিদাণ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ১৮ বছরের নিচে নয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা প্রথম নেওয়া হয়েছিল ১৯৪৯-এ যখন মৃত্যুদণ্ড ব্যাপকভাবে কার্যকরী হত। আজ প্রায় ১০০টি দেশে কাজে বা আইনে এটিকে প্রয়োগ করেনা। যে কোনও আন্তর্জাতিক মিশ্র আদালত থেকে ব্যাপক হত্যা, যুদ্ধাপরাধ ইত্যাদির জন্য মৃত্যুদণ্ড উঠে গেছে। এটা ইরাকেও ব্যবহৃত হবেনা।

আমেরিকা ও ব্রিটেন অবশ্য ইরাকের যেসব অভ্যন্তরীণ আইন আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী, সেগুলো মেনে চলবেনা। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বহুদিন ধরেই এই আইনগুলি নিয়ে চিন্তিত, যেমন Resolutionary Command Council ব্যাপক অপরাধের জন্য যেসব ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গ

চ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে (A. I, Iraq – systematic torture of political prisoners, MDE 14/005/2001, Aug 01)

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা ও ব্রিটেনকে যেসব ইরাকি আইন আন্তর্জাতিক আইনকে লঙঘন করে তাদের মুলতুবি করতে বলেছে। অন্যদিকে তারা জেনেভা চুক্তির আইন পরিবর্তন সংক্রান্ত বাধাগুলিকে মেনে চলবে। ইরাকে দৈহিক শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড এখনই উচ্ছেদ না করে মুলতুবি করতে হবে।

৪. দখলকারি শক্তির সীমায়িত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

একটি দখলকারি দেশের সীমায়িত ক্ষমতা রয়েছে আইন কার্যকর করা। জেনেভা চুক্তির ৬৪ নং ধারা অনুযায়ী /অধিকৃত অঞ্চলের জনগণকে এমন ব্যবস্থার অধীন করতে হবে, যা দখলদার দেশকে বর্তমান চুক্তি পালন করতে, সেই এলাকার শৃংখলা রক্ষা করতে, নিজের সদস্যদের সম্পত্তি ও সুরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিরাপদ রাখতে পারে*। পৃ-৩৩৭-এর টীকায় বলা হয়েছে শিশুকল্যাণ, শ্রম, খাদ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপারে তারা আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে।

৬৫নং ধারা অনুযায়ী, দখলকারি দেশ যে সব আইনি ব্যবস্থা নেবে তা যতক্ষণ না অধিকৃতদের নিজেদের ভাষায় অনুদিত হয়ে সামনে আসছে, ততক্ষণ বলবৎ করা যাবেনা। এই আইনগুলি পিছনের বা পূর্বের কোনও ঘটনা সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে না।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ব্রিটেন ও আমেরিকাকে জেনেভা চুক্তি অনুসারে আইনি ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে আবেদন করে। সমস্ত উপায়ে সাধারণ মানুষকে আইন ও নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে। বৃহত্তরভাবে আইনি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ ব্রিটেন ও আমেরিকাকে সরিয়ে ইরাকে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার পরিকল্পনা করবে।

৫. ফৌজদারি আইনের সীমা বা অধিকারক্ষেত্র

জেনেভা চুক্তির ৫৪ নং ধারানুযায়ী, দখলকারি দেশ বিচারকদের মর্যাদা, সরকারি কর্মচারীদের মতই বদলাতে পারেনা। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আইনভঙ্গকারীদের বিচারের ব্যাপারে বিচারালয়গুলি কাজ করতে থাকবে (৬৪নং ধারা) আইন-অনুযায়ী বিচারালয় স্থাপন করতে পারে।

৬৬নং ধারা অনুযায়ী, যদি একটি দখলকারি দেশ আইনি ব্যবস্থা নেয়, সে সঠিকভাবে গঠিত রাজনৈতিক সামরিক বিচারালয় ও স্থাপন করতে পারে দখলীকৃত দেশে। অন্যদিকে আপিল আদালত বসবে /preferably in the territories*। দখলকারি দেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সামরিক আদালত ৬৭, ৬৯ ও ৭৫নং ধারা মেনে চলবে। তদুপরি এর শিরোনাম হবে মৌলিক গ্যারান্টি বা জামিন সুরক্ষিত করা। ১নং প্রোটোকলের ৭৫. ১নং ধারা সুবিচারের সমস্ত গ্যারান্টি লিপিবদ্ধ করেছে। এই গ্যারান্টিগুলি হল আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার আইনের সারবস্তু।

চতুর্থ জেনেভা চুক্তি দৃঢ়তা সহকারে সমর্থন করে ব্যক্তিগত ফৌজদারি দায়িত্ব এবং ৩৩নং ধারায় সমবেত/ যৌথ অপরাধকে বাধা দেয়। ৭৬নং ধারানুযায়ী, ফৌজিদারি মামলায় যেসব ব্যক্তিরা দোষী প্রমাণিত হবে তাদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করা হবে এবং অধিকৃত দেশে বিনা অপরাধে বন্দীত্বের সুবিধা তারা পাবে। ICRC-র প্রতিনিধিরা তাদের দর্শন করতে পারবে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বহুদিন ধরেই ইরাকের ফৌজদারি বিচার নিয়ে চিন্তিত এবং এর মধ্যে বিচারকদের কাজের স্বাধীনতা না থাকার ব্যাপারটিও আছে। এছাড়া আছে নির্যাতনের প্রশ্ন ইরাকি ও অন্যান্য বিচারালয়ের নির্মাণ ও বিচার। অবশ্য তাদের মতে আমেরিকা ও বৃটেনের বিচারালয় 'অবাঞ্ছনীয়' কারণ তাদের 'বিজেতার বিচার' হিসেবে দেখা হতে পারে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে সামরিক বিচারালয় দিয়ে সাধারণ নাগরিকের বিচার উচিত নয়, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্গত সামরিকবাহিনীর ব্যক্তিদেরও বিচার উচিত নয়। এছাড়াও আমেরিকার সামরিক কমিশন, যারা আদৌ বিচারালয় নয়, তাদের ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অন্যায়।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা ও ব্রিটেনকে যে সব বিশেষ করে ইরাকি আদালত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে তাদের কার্যকলাপ মুলতুবি রাখতে আবেদন করে। এছাড়াও ঐ আদালতগুলি যেন আন্তর্জাতিক আইনের মানদণ্ডকে লঙঘন না করে।

৬. শাসনগত বন্দীত্ব বিনা অপরাধে বা অন্তরীণ দশা

জেনেভা চুক্তির ৭৮নং ধারানুযায়ী, যদি দখলকারি শক্তি 'সংরক্ষিত ব্যক্তিদের' নিরাপত্তার প্রয়োজন অনুভব করে, তবে বড়জোর তাদের অন্তরীণ রাখতে পারে। তবে বর্তমান চুক্তির সাথে সাযুজ্য রেখে আক্রমণকারী দেশকে অন্তরীণ অবস্থার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আপিলের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করবে। বিলম্ব না করে আপিলের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নতুবা পর্যায়ক্রমিক ভাবে একে পরীক্ষা করা হবে ছ'মাস অন্তর কোনও যোগ্য সংস্থা দ্বারা যা ঐ শক্তি দ্বারা স্থাপিত।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল স্বীকার করে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ী প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অবশ্য আমেরিকা ও ব্রিটেনকে বলা আছে যে, যে কোনও নাগরিককে খুব কম সময়ই অন্তরীণ রাখতে এবং সুস্পষ্ট ফৌজদারি অভিযোগ না আনতে পারলে ছেড়ে দিতে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বাস করে যে অস্থায়ী ও বিনাপরাধে বন্দীত্বের বিচার ব্যক্তিগত ভাবে ও দ্রুতভাবে নিষ্পন্ন হবে। সমস্ত বন্দীই বিচার চাইতে পারবে এবং প্রমাণ না হলে মুক্তি পাবে।

৭. নির্যাতন, বলপ্রয়োগ ও অমানুষিকতা বর্জন/ রোধ

/অধিকৃত দেশের মানুষের বা কোনও তৃতীয় দলের কাছ থেকে কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে জবরদস্তি প্রয়োগ ও নির্যাতন* করা যাবে না।

এছাড়াও যা দৈহিক কষ্ট ও মৃত্যু ঘটাতে পারে তা বন্ধ করতে হবে। এটা শুধু খুন, জখম, দৈহিক শাস্তি ও অঙ্গছেদের ক্ষেত্রেই নয়, যে কোনও ধরনের অত্যাচারের বিদ্ধেই প্রযোজ্য।

৮. 'সংরক্ষিত ব্যক্তিদের' জোর করে নিজেদের দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

জেনেভা চুক্তির ৪৯ নং ধারানুযায়ী /উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে দখলীকৃত দেশ থেকে দখলকারি দেশে তাদের নিয়ে যাওয়া যাবেনা; সুরক্ষার প্রয়োজন না থাকলে নিজের দেশেও তা করা যাবে না। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, কুর্দিস্তানের Patriotic Union ও Democratic party, যারা আমেরিকার সঙ্গে কাজ করে তারা জোর করে আরবদের স্বভূমি থেকে উৎখাত করেছে। ব্রিটেন ও আমেরিকাকে দখলকারি শক্তি হিসাবে দেখতে হবে যাতে ৪৯ নং ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতেই মানুষজনকে জোর করে উৎখাত করা হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকাকে বলে যে সে যেন কোনও ইরাকিকে ওয়াস্তানামো উপসাগরে নিয়ে না যায়। ব্রিটেনকে আবেদন করে যে সে যেন কোনও ব্যক্তিকে আমেরিকাকে না দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে গ্যারান্টি লাগবে যে ঐ ব্যক্তির অধিকার Occupation law দ্বারা সুরক্ষিত হবে। আমেরিকা ও ব্রিটেন আরও দেখবে যেন তাদের কোনও মিত্র শক্তি আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকারের নীতিগুলি লঙঘন না করে।

৯. সম্পত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা

৪৬ নং ধারা অনুযায়ী (হেগ নিয়মাবলী) আমেরিকা ও বৃটেন 'ব্যক্তিগত সম্পদ' রক্ষা করতে বাধ্য। তারা কেবল /সাধারণের অধিকৃত বাড়ি, প্রাসাদ, প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জঙ্গল ও কৃষিক্ষেত্রের শাসক, (৫৫ নং ধারা)* আমেরিকা ও বৃটেন সাধারণের সম্পদ বা প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করতে বা ব্যবহার করতে পারেনা।

/সম্পত্তির ব্যাপক ধবংস ও দখল, যা বেআইনি ভাবে করা হয়েছে* হল একটি যুদ্ধাপরাধ এবং চতুর্থ জেনেভা চুক্তি লঙঘন (১৪৭ নং ধারা)।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা ও ব্রিটেনে সংরক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পত্তি রক্ষার নিবেদন জানায়। ইরাকি সাধারণ সম্পত্তির তদারককারি হিসাবে

তারা ঐগুলিকে হস্তগত বা ব্যবহার করবেনা।

১০. ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রশ কমিটির ভূমিকা

রেডক্রশ কমিটি দখলীকৃত দেশে নাগরিকদের সংরক্ষণকে মৌলিক রক্ষাকবচগুলি দেয়। চতুর্থ জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী দখলদার দেশ রেডক্রশের পরিষেবা নিতে বাধ্য (১৪৩, ৫নং ধারা)। দখলের আইনের ধারা সম্পর্কিত যে কোনও বিষয় এর প্রতিনিধিরা দেখাশুনা করতে পারে বা গ্রহণ করতে পারে। বিশেষত, তাদেরকে সমস্ত রকমের বন্দীদের কাছে যাতায়াতের সুযোগ দিতে হবে এবং বন্দীদের কি কি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তা দেখার সুযোগ দিতে হবে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা ও ব্রিটেনে ICRC-র সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করে যাতে তারা ইরাকে তাদের কাজ করতে পারে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com